# বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com


স্মারক নং ঃ বাতসকস/স্মাঃলিঃ/২০১৩/ ২৩ তারিখ ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে

## স্মারকলিপি

মহাত্মন,

আপনার সার্বিক মঙ্গল ও শুভ কামনা করে বহুবিধ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে আলোর সন্ধান পেতে আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি। আপনাকে সবিনয়ে জানাতে চাই, আমরা প্রজাতন্ত্রের ৩য় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী। প্রজাতন্ত্রের মোট জনবলের প্রায় ৬০ শতাংশই তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী এবং এদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। সরকারি জনবলের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এ মোট ৪(চার)টি শ্রেণীর মধ্যে ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ ও পদবীতে সবচেয়ে বেশী বৈষম্য বিরাজমান। ফলে এ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝেই বেশী হতাশা ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ দেখা দেয়। অথচ ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারীরাই সকল কর্মক্ষেত্রে প্রশাসনিক, নিরীক্ষা ও কারিগরি যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের ভীত রচনা করে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের ৩য় শ্রেণী কর্মচারী আমরা সকলেই নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী।

সর্বশেষ ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করে কমিশনের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা শতকরা ৮০% ভাগ বেতন বৃদ্ধি করা হলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র শতকরা ১৫%-২৫% ভাগ। তবে কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৭০-৭৫% ভাগ। একজন ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সর্বসাকুল্যে বেতন পান ৭৫০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা পর্যন্ত যা বর্তমানে দেশের সর্বনিম্নআয়ের একজন মানুষের সমান। ২০০৯ সনের পর কয়েকবার গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই সাথে ব্যাপক হারে টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্দিষ্ট স্বল্প আয়ের কর্মচারী হওয়ায় আর্থিক অনটনে পরিবার পরিজন নিয়ে আজ আমরা সকলেই নিরুপায় ও দিশেহারা। চলতি হারে বাজার আর জীবনযাপনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্ধ হতে চলেছে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের পথ। অথচ আমরা প্রজাতন্ত্রের একজন গর্বিত ও শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী।

১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রথম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করেন মোট ১০টি বেতন স্কেলে, কিন্তু মাত্র চার বৎসরের ব্যবধানে ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসনকালে কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বা স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য ও জটিলতার সৃষ্টি করে ১০টি বেতন স্কেল ভেঙ্গে ২০টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করে ভিন্ন রকম একটা জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়। যা ছিল ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের প্রদত্ত বেতন স্কেলের আদর্শিক ধারার বিচ্যুতি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্মচারী ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ধারাবাহিক ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে।

১৯৯৪ সন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৩য় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী থেকে স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী ও উচ্চমান সহকারীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বেতন স্কেল প্রদান করা হলেও সচিবালয় বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমমানের ও সমপদমর্যাদার স্টেনোগ্রাফার, প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, অডিটর, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়টেশিয়ান, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডাটাএন্ট্রি /কন্ট্রোল অপারেটর বা সমপদের ও মানের কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করা হয়নি। ১৯৯৪ সাল পরবর্তি হতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী থেকে সাব রেজিস্টার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা নার্স, অডিট অধিদপ্তরের (এজিবি) বিভাগীয় হিসাব রক্ষক, পুলিশের এস আই, মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করা হলেও সমমানের ও সমশিক্ষাগত যোগ্যতার অন্যান্যসহ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের ২য় শ্রেণী পদ মর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করা হয়নি।

চলমান পাতা-০২

১ম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তার প্রতি পদে ৪(চার) বৎসর পূর্তির পর দুই ধাপ উপরের স্কেলে শতভাগ সিলেকশন গ্রেড প্রদান ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেডসহ প্রচলিত নিয়মে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দু'একটা পদে তাও আবার আংশিক হারে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। ফলে অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সিলেকশন গ্রেডের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৭৭ সনের পরবর্তী সময়ে ডিপ্লোমা নার্স, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট, এজিবি'র অডিটর ও সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্কদের বেতন স্কেল দুই ধাপ উপরের স্কেলে আপগ্রেড করে বেতন নির্ধারণ করা হলেও অন্যান্য দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের সে সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের টাইম স্কেল প্রথা বলবৎ থাকলেও তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেলের ১২ থেকে ১৭নং বেতনস্কেল বা গ্রেডগুলো এক স্কেল হতে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলের ব্যবধান এতটাই কম নির্ণয় করা হয়েছে যে, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের প্রাপ্ত টাইম স্কেলে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ইতোমধ্যে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

<u>উপরোক্ত অবস্থায় নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের আবেদন করছি</u> -

০১। জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ও বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে কর্মচারী প্রতিনিধিত্বশীল স্থায়ী বেতন কমিশন ও চাকুরী কমিশন গঠন। অবিলম্বে একটা নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কর্মচারীদের বেতন ৬০% বৃদ্ধি করে ১লা জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে কার্যকরকরণ। ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬(ছয়)টি বেতন স্কেল বা গ্রেডের পরিবর্তে ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসরণে ৬টির পরিবর্তে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ। মূল বেতনের ১০০% বাড়ী ভাড়া, ২০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১০০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, ১০০০ টাকা টিফিন ভাতা, সন্তান শিক্ষাভাতা বৃদ্ধি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল বেতনের সাথে ভাতা হিসাবে প্রদান। ১০০% পেনশন, ১ঃ৪০০ হারে গ্র্যাচুইটি, চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর, ১২ মাসের পরিবর্তে সমুদয় পাওনা ছুটির বেতন প্রদান।

০২। বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী, পুলিশের এস আই ও মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ন্যায় সচিবালয় বহির্ভূত দপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ও অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্টেনোগ্রাফার, প্রধান সহকারী, অডিটর, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়টেশিয়ান, এস. জি অপারেটর, এল.এস.জি, এ.পি.এম, টি.পি.এম, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর ও সমপদের ও সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবী যথাক্রমে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টোর অফিসার, রেকর্ড অফিসার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান এবং কর্মকর্তাদের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী সকল কর্মচারীদের প্রতি পদে ৪(চার) বৎসর অন্তর দুই গ্রেড উপরে সিলেকশন গ্রেড প্রদান।

০৩। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য এক বা অভিন্ন নিয়োগ বিধির প্রবর্তনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগে আউট সোর্সিং প্রথা বন্ধ করে তৃতীয় শ্রেণীর সকল শূন্য পদের নিয়োগ প্রদান। উন্নয়ন খাতের কর্মচারী, ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সী ও এম আর কর্মচারীদের চাকুরীর শুরু থেকে রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ। সরকারি হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গাড়ীচালক ও আইসিটি জনবলের পদসমূহকে টেকনিক্যাল পদ হিসেবে স্বীকৃতিসহ ৫টি টেকনিক্যাল ইনক্রিমেন্ট প্রদান। আইসিটি জনবলকে রেডিয়েশন (ঝুঁকি) ভাতা প্রদান এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মচারীদের টাইমস্কেল প্রদানের বাতিল আদেশটি প্রত্যাহারকরণ।

০৪। সমিতির অফিস, সভা সম্মেলন, সেমিনারের কার্যক্রম অনুষ্ঠানের জন্য অন্যান্য পেশাজীবী সমিতিগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির জন্য একটা জায়গা বরাদ্দ প্রদানসহ সমিতির ৬(ছয়) দফা দাবী অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নকরণ।

একান্ত মানবিক কারণে উপরোক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সদয় নির্দেশ দানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা আপনার সাক্ষাতের সদয় সম্মতির আবেদন করেছি। প্রার্থীত সাক্ষাতের সম্মতি পাওয়া গেলে আপনার উপস্থিতিতে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারব এবং ন্যায় সঙ্গত সমাধানের একটা পথ খুঁজে পাব বলে আশা করি।

তারিখ, ঢাকা
৩০ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ।

সবিনয়ে

( মোঃ লুৎফর রহমান )
মহাসচিব

( মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান )
সভাপতি